ডিজিটাল বাংলাদেশ: কার কী করণীয়

এম. লুৎফর রহমান

দৈনিক আমাদের সময় : মার্চ ২৯, ২০১০, সোমবার : চৈত্র ১৫, ১৪১৬

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে ২০২১ সালে । অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা ও লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ কেমন হবে ২০২১ সালে। জাতির পিতা বঙ্গবন্দুর সোনার বাংলার স্বপ্ন কী স্বপ্নই থাকবে? তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বল্প উন্নত দেশ থেকে মধ্য আয়ের দেশে এবং আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে উন্নত দেশে পরিনত করার লক্ষ স্থীর করেছে বাংলাদেশ সরকার। মধ্য আয়ের দেশে পরিনত করার জন্য আমাদের জিডিপি বর্তমান ছয় শত ডলার হতে অন্তত দ্বিগুন বাড়াতে হবে । এই লক্ষ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ । এই নীতিমালা সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে "রুপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ"।

এই রুপকল্পে রয়েছে ১০টি উদ্দেশ্য, ৫৬টি কৌশলগত বিষয়বস্তু এবং ৩০৬টি করণীয় বিষয়। করণীয় বিষয়সমূহ নিম্নলিখিত তিনটি মেয়াদে ভাগ করা হয়েছে:

- স্বল্পমেয়াদী (আঠারো মাস বা কম)
- মধ্যমেয়াদী (পাঁচ বছর বা কম)
- দীর্ঘমেয়াদী (১০ বছর বা কম)

বর্তমান সভ্যতা ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, প্রিন্টার, ইন্টারনেট ইত্যাদি ডিজিটাল প্রযুক্তি-নির্ভর যন্ত্রের উদাহরণ। ডিজিটাল প্রযুক্তি, ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও তাদের সঠিক ব্যবহার দ্রুত উন্নয়নের চালিকা শক্তি। রুপকল্প ২০২১ এর সাথে রয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তির গভীর সম্পর্ক। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয়া রুপকল্প ২০২১ এর উদ্দেশ্য। ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, দূর্নীতিমুক্ত, সুশিক্ষিত, সুদক্ষ এবং সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশ।

রুপকল্পে উল্লেখিত কৌশলগত ও করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন ছাড়া স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। এজন্য তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু করার আছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল।

বর্তমানে দৈনন্দিন ও রাষ্টীয় কর্মকান্ড তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্য অনেক রকম কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে এবং অনেক রকম কার্যক্রম চলছে। আগামী দিনের বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হলো: ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, ই-এডুকেশন, ই-মেডিসিন, ই-এগ্রিকালচা, অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা ইত্যাদি। এসব প্রযুক্তি ব্যবহার জাড়া ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মাঝারি আয়ের দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে না।

রুপকল্পের বাংলাদেশে রাষ্টীয় বা অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য জনসাধারণকে অফিস-আদালতে দৌড়াতে হবে না। বাড়িতে বসে বিভিন্নভাবে ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে জনসাধারণ অনেক ধরনের কাজ করতে পারবেন এবং অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এ ধরনের কয়েকটি উদাহরণ হতে পারে: ট্যাক্স বা কর প্রদান, বিভিন্ন ধরনের বিল প্রদান, বাস বা ট্রেনের টিকেট সংগ্রহ, সংবাদপত্র পঠন, বিভিন্ন ধরনের আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমাপ্রদান, কৃষির জন্য বালাই দমন, বাজারদর, সার ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ এবং আরও অনেক কিছু।

সরকারি এবং অন্যান্য সেবা জনসাধারণের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অফিস ও প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত জনবল ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত তথ্যকেন্দ্র থাকবে। মোবাইল ফোন, এসএমএস, ই-মেইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে এসব কেন্দ্র হতে দ্রুত রাষ্টীয় এবং অন্যান্য সেবা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একজন কৃষক মোবাইল ফোনে কথা বলে, এসএমএস করে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে আবহাওয়া, বাজারদর, ফসলের বালাই দমন ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে সেবা দেয়ার জন্য থাকবে নির্ভরযোগ্য কৃষি তথ্যকেন্দ্র, চিকিৎসা তথ্যকেন্দ্র, কর তথ্যকেন্দ্র, শিক্ষা তথ্যকেন্দ্র, আবহাওয়া তথ্যকেন্দ্র, পরিবহণ তথ্যকেন্দ্র এবং এধরনের অনেক অনেক তথ্যকেন্দ্র। উল্লেখ্য যে, রুপকল্প ২০২১ এর স্বল্পমেয়াদী অনেক করণীয় বিষয়ের অগ্রগতি সন্তোষজনক। প্রশাসনিক কাজের গতি বৃদ্ধি ও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সরকার অনেক রকম তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম শুরু করেছে।

গোল টেবিল বৈঠকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- গত এক বছরে ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা
- সরকারের কাছে কোন ধরনের সাহায্য পাওয়া দরকার
- স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠনে ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি
- ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য আলাদা আলাদা সংস্থার পক্ষ করণীয়

২০০৯ সালের অর্জন

এপ্রিল ২০০৯ সালে সরকার জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ গ্রহণ করে, এই নীতিমালার অনেক গুলি স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রম শেষ হয়েছে বা শেষের পর্যায়ে। কয়েকটি নিম্মে উল্লেখ করা হল ঃ

- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ঘরে বসে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ
- ঢাকায় মোবাইলের মাধ্যমে গ্যাস ও টেলিফোন বিল প্রদান
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনের সময় সূচী, ভাড়া ও আসন প্রাপ্যতার তথ্যসহ ট্রেনের টিকেট বুকিং
- মোবাইল ফোনে কক্সবাজার ও সিরাজগঞ্জে দূর্যোগের খবর
- জেলা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ
- সাবমেরিন কেবল ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর মূল্য ৩৩% ভাগ হ্রাস
- ঢাকা জেলার জমির তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ
- মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ
- ই-মেইলে এসএসসি ও এইসএসসি পরীক্ষার ফল প্রেরণ
- সকল সরকারী কলেজে ইন্টারনেট সংযোগ ও ই-মেইল যোগাযোগ
- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-মেইলের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার রেজিট্রেশন
- প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ই-মেইলে প্রেরণ
- কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টানেট সংযোগের জন্য WIFI এলাকা স্থাপন
- স্কুল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তক ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকাশ
- ৬৪টি জেলার ১২৮টি স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন
- দেশের ৮০০টি হেলথ সেন্টারে ইন্টারনেট ও মোবাইল সংযোগ
- দেশে আড়াই হাজার তথ্য কেন্দ্র স্থাপন
- বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্দোগে অটোমোটেড ক্লিয়ারিং হাউজ চালু
- জেলা ওয়েব পোর্টাল চালু
- উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা
- ঢাকায় ই-মেইলের মাধ্যমে জিডি গ্রহণ

সরকারী সহায়তা

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য সরকারকে সবকিছু করতে হবে তা কিন্তু নয়। সরকারকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ন হতে হবে। বিশেষত সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য পরিবেশ ও পলিসি বা নীতিমাল সৃষ্টি করবে। এ প্রসঙ্গে গূরুত্ব বিষয় হতে পারেঃ

- ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রকৃত "অবকাঠামো" স্থাপন
- প্রকৃত অর্থে ই-গভর্নমেন্ট প্রচলন
- ব্যান্ডউইথ এর খরচ আমাদের ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন
- কম্পিউটার সামগ্রীর মত ইন্টারনেট সামগ্রীর কর প্রত্যাহার
- দ্রুত VOIP সম্প্রসারণ

- ইন্টারনেট ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান ঃ যেমন ইন্টারনেট ব্যবহারকারিদের জন্য কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণ
- তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদানের জন্য অফিস আদালতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও তথ্যসেবা সার্ভিস প্রবর্তন (ক্যাডার সার্ভিস)
- ইন্টারনেট সেবার নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ KDC, CA, PKI স্থাপন
- পরিবেশ ও প্রকৃতি বান্ধব উন্নয়ন
- তথ্য প্রযুক্তি জনবল সৃষ্টি
- ডিজিটাল বাংলাদেশের চালিকা শক্তি বিদ্যুৎ শক্তির নিশ্চয়তা প্রদান
- PPP উৎসাহিত করা
- তথ্য প্রযুক্তি সেবক, পরিশেবক, এবং তথ্যপ্রযুক্তি পরিসেবা পরিকাঠামো সৃষ্টি ।

নিজের কাজ নিজে করি

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্থবায়নের জন্য অনেক কিছু করার আছে । একা সরকারের পক্ষে এত কিছু করা সম্বভ নয় । সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে এসব কাজ করতে হবে । কয়েকটি উদাহরনঃ

- ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ
- স্ব-উদ্যোগে সব রকম তথ্যকেন্দ্র স্থাপন
- তথ্যপ্রযুক্তি জনবল সৃষ্টির জন্য নানামুখী উদ্যোগ
- ওয়েবের সম্প্রসারণ, সকলের ওয়েবসাইট থাকবে
- ওয়েবে বাংলা ভাষার ব্যবস্থার বৃদ্ধির উদ্যোগ
- PPP এর মাধ্যমে ল্যাপটপসহ তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প স্থাপন
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়া পরিচালনা
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত কলেজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনা
- প্রতিটি সরকারী - বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তথ্য কেন্দ্র স্থাপন
- সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, ঢেউ শক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান ।

তথ্য প্রযুক্তি সেবা পরিকাঠামো

ডিজিটাল বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দেশব্যাপী বিস্তৃত তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো । বিশাল এ অবকাঠামো স্থাপন, সম্পসারণ, রক্ষনাবেক্ষণসহ জনগণের দোড় গোড়ায় তথ্যসেবা পৌঁছে দেযার জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ বিশাল কর্মিবাহিনী । কম্পিউটার অপারেটর হতে শুরুকরে প্রোগ্রামার এনালিস্ট, প্রকৌশলী, প্রযুক্তি

ব্যবস্থাপকসহ বিভিন্ন রকম জনবল এ কর্মিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ জন্য পয়োজন হবে তথ্য প্রযুক্তি সেবা পরিকাঠামো। এই পরিকাঠামোর একটি খসড়া বিন্যাস নিচে দেয়া হলো।

তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামোর সর্বোচ্চ পদ হতে পারে প্রধান তথ্যপ্রযুক্তিবিদ বা চিফ ইনফরমেশন স্পেসিয়ালিস্ট। সিনিয়র সচিব পর্যায়ের এ কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন। তিনি দেশে তথ্যপ্রযুক্তি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে আগাম দিক নির্দেশা দেবেন। মন্ত্রণালয়সমূহের জন্য প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব ও ডেপুটি সচিব পর্যায়ের তথ্যপ্রযুক্তি পরিসেবক বা আইসিটি অফিসার। এসব কর্মকর্তা তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করবেন। বিভাগীয় অফিস উপযুক্ত তথ্যপ্রযুক্তি কর্মকর্তা বা পরিসেবক প্রয়োজন হতে পারে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পরিচালনার প্রয়োজনে এবং জনগণের কাছে তথ্যসেবা পৌঁছে দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো পরিচালনার জন্য যথাক্রমে ডেপুটি সচিব ও সহকারি সচিব পর্যায়ের তথ্যপ্রযুক্তি পরিসেবক প্রয়োজন হবে।
তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক সদনপ্রাপ্ত এসব পরিসেবক পাকলিক সার্ভিস কমিশনের পরিচালনায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রপ্ত হবেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যান্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নিয়োগের জন্যও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রয়োজন। সঠিকভাবে প্রণয়ন করে অতিদ্রুত তথ্য প্রযুক্তি সেবা পরিকাঠামো বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

উসংহার

সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশিদারিত্বে একটি সমৃদ্বশালী স্বচ্ছ, দায়বদ্ব ও জবাবদিহিতামূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা রুপকল্প ২০২১ এর উদ্দেশ্য। তথ্যপ্রযুক্তির অপার সম্বাবনাকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য জাতীয় তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা অনুযাযী বিশাল তথ্য প্রযুক্তি জনবল প্রয়োজন। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে এ জনবল সৃষ্টিকরা সম্বব নয়। প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে স্বাক্ষরতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া দেশব্যাপী বিস্তৃত বিশাল তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো নির্ভর প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পয়োজন তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পরিকাঠামো।